

**No. 26552**

---

**FRANCE  
and  
BANGLADESH**

**Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (with protocol). Signed at Dacca on 9 March 1987**

*Authentic texts: French, Bengali and English.*

*Registered by France on 1 May 1989.*

---

**FRANCE  
et  
BANGLADESH**

**Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (avec protocole). Signée à Dacca le 9 mars 1987**

*Textes authentiques : français, bengali et anglais.*

*Enregistrée par la France le 1<sup>er</sup> mai 1989.*

## [BENGALI TEXT — TEXTE BENGALI]

প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স সরকার

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আয়করের ব্যাপারে শৈবত কর আরোপন পরিহার এবং রাজস্ব এড়ানো প্রতিরোধের জন্য চুক্তি সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করতঃ নিম্নরূপ চুক্তি সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছেন :

আয়করের ব্যাপারে শৈবত কর আরোপন পরিহার এবং রাজস্ব এড়ানো প্রতিরোধের জন্য  
প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স সরকার ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে

চুক্তি

অনুচ্ছেদ ১

ব্যক্তিগত আওতা

চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন একটি রাষ্ট্রে অথবা উভয় রাষ্ট্রেই বসবাসকারী ব্যক্তিদের প্রতি এই চুক্তি প্রযোজ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ ২

চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করসমূহ

১। চুক্তিভুক্ত কোন রাষ্ট্রের অথবা উহার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে আরোপিত আয়করের ক্ষেত্রে, উহা যেভাবেই আরোপিত হউক না কেন, এই চুক্তি প্রযোজ্য হইবে।

২। অস্থাবর অথবা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত মূনাফার উপর ধার্যকৃত ঋণ সমেত মোট আয় কিংবা আয়ের উপাদানসমূহের উপর আরোপিত কর আয়ের উপর কর বলিঙ্গা গণ্য হইবে।

৩। বিদ্যমান যেসব করের ক্ষেত্রে এই চুক্তি প্রযোজ্য সেইগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(ক) ফ্রান্সের ক্ষেত্রে :

যে কোন ধরনের বকেয়া কর, প্রি-পেমেন্ট (প্রিকম্মেণ্ট) অথবা নিম্নোলিখিত কর সম্পর্কিত অগ্রিম অর্থ প্রদানসহ

- (১) আরকর;
- (২) কর্পোরেশন কর;
- (অতঃপর “ফ্রান্স কর” রূপে উল্লেখিত);
- (খ) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে:
- আরকর,
- (অতঃপর “বাংলাদেশ কর” রূপে উল্লেখিত)।

৪। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বিদ্যমান করসমূহের অতিরিক্ত কিংবা উহাদের স্থলে ধার্যকৃত কোন অভিন্ন বা মূলতঃ একই ধরনের করসমূহের ক্ষেত্রেও এই চুক্তি প্রযোজ্য হইবে। যন্ত্রস্বয়ের যথাযথ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের নিজ নিজ আইনে আনাত ব্যাপক পরিবর্তন সম্পর্কে পরস্পর পরস্পরকে অবহিত করিবেন।

### অনুচ্ছেদ ৩

#### সামর্য সংরক্ষণ

১। প্রসংগের প্রয়োজনে অন্য রূপ না হইলে, এই চুক্তিতে:

- (ক) “কোন রাষ্ট্র” এবং “অপর রাষ্ট্র” বলিতে প্রসংগ অনুযায়ী ফ্রান্স অথবা বাংলাদেশকে বুঝাইবে;
- (খ) “ব্যক্তি” বলিতে কোন একক ব্যক্তি, কোন কোম্পানী এবং কোন ব্যক্তিসমষ্টিকেও বুঝাইবে;
- (গ) “কোম্পানী” বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা যে কোন সত্তা বুঝাইবে, যাহা কর-আয়োগের উদ্দেশ্যে সংবিধিবদ্ধ সংস্থারূপে গণ্য;
- (ঘ) “এক রাষ্ট্রের এন্টারপ্রাইজ” এবং “অপর রাষ্ট্রের এন্টারপ্রাইজ” বলিতে যথাক্রমে এক রাষ্ট্রের অধিবাসী কর্তৃক পরিচালিত এন্টারপ্রাইজ এবং অপর রাষ্ট্রের অধিবাসী কর্তৃক পরিচালিত এন্টারপ্রাইজ বুঝাইবে;
- (ঙ) “আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থা” বলিতে এক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কার্যকররূপে পরিবহন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত এমন কোন এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক পরিচালিত জাহাজ বা বিমানে যে কোন প্রকারের পরিবহন বুঝাইবে, তবে কেবলমাত্র অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন স্থানের মধ্যে উক্ত জাহাজ বা বিমান পরিচালিত হইলে উক্ত পরিবহনকে বুঝাইবে না;
- (চ) “নাগরিক” বলিতে:
- (১) এক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রাপ্ত সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবে;
- (২) এক রাষ্ট্রে বলবৎ আইন বলে অর্জিত মর্যাদাসম্পন্ন সকল আইনানুগ ব্যক্তি, অংশীদারিত্ব ও পরিমেল বুঝাইবে;

(ছ) “উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ” বলিতে :

- (১) ফ্রান্সের ক্ষেত্রে বাজেট মন্ত্রী বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত প্রতিনিধিকে বুঝাইবে;
- (২) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত প্রতিনিধিকে বুঝাইবে।

২। কোন রাষ্ট্র কর্তৃক এই চুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে, প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই চুক্তিতে যে শব্দের কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই শব্দ, উক্ত রাষ্ট্রের কর আইন অনুযায়ী এই চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থ বহন করিবে।

- (খ) তিনি প্রথমোক্ত রাষ্ট্রে এন্টারপ্রাইজের মালিকানাধীন মঞ্জুদ্রব্য বা পণ্যসামগ্রী সচরাচর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন অথবা তাহা হইতে নিয়মিতভাবে তিনি উক্ত এন্টারপ্রাইজের পক্ষে অর্ডার পূরণ করেন বা দ্রব্যাদি সরবরাহ করেন, অথবা
- (গ) সম্পূর্ণরূপে বা প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং উক্ত এন্টারপ্রাইজের পক্ষে অথবা উহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা উহার নিয়ন্ত্রণমূলক স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোন এন্টারপ্রাইজ বা অন্যান্য এন্টারপ্রাইজের পক্ষে তিনি প্রথমোক্ত রাষ্ট্রে পণ্য বা দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের অর্ডার গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৬। যদি কোন রাষ্ট্র উহার কোন দালাল, সাধারণ কমিশন এজেন্ট অথবা স্বাধীন মর্ষাদা-সম্পন্ন কোন এজেন্টের মাধ্যমে কারবার পরিচালনা করেন, এবং যদি উক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের সাধারণ কারবার পরিচালনাকালে তাহারা কার্যরত থাকেন, তবে কেবলমাত্র সেই কারণে উক্ত রাষ্ট্রে উহার কোন এন্টারপ্রাইজের কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭। বিষয়টি এই যে, এমন কোন কোম্পানী যাহা এক রাষ্ট্রের অধিবাসী তাহা যদি অপর রাষ্ট্রের কোন কোম্পানীকে নিয়ন্ত্রণ করে বা তম্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যে কোম্পানী উক্ত অপর রাষ্ট্রের অধিবাসী অথবা যাহা (কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বা প্রকারান্তরে) উক্ত অপর রাষ্ট্রে কারবার পরিচালনা করে তবে তম্বারা উক্ত কোম্পানী স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি অপরটির স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না।

#### অনুচ্ছেদ ৪

#### অধিবাসী

১। এই চুক্তির উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, “এক রাষ্ট্রের অধিবাসী” বলিতে উক্ত রাষ্ট্রের আইন মোতাবেক ঐ রাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাস, আবাসস্থল, কার্যকর ব্যবস্থাপনার স্থান অথবা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোনকিছন থাকার কারণে কর প্রদানে বাধ্য ব্যক্তিকে বুঝাইবে। তবে, কেবলমাত্র ঐ রাষ্ট্রের উৎস হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে ঐ রাষ্ট্রেই কর প্রদানে বাধ্য কোন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

২। ১ প্যারার বিধানসমূহের কারণে কোন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসী হইলে, নিম্নলিখিতরূপে তাহার মর্যাদা নির্ধারিত হইবে:

- (ক) যে রাষ্ট্রে তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য স্থায়ী বাড়ী রহিয়াছে, তিনি ঐ রাষ্ট্রের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন। যদি উভয় রাষ্ট্রেই তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য স্থায়ী বাড়ী থাকে, তাহা হইলে, চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রের সহিত তাহার ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক (অতীত গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের উৎস) ঘনিষ্ঠতর, তিনি সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন;
- (খ) কোন রাষ্ট্রে তাহার অতীত গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের উৎস রহিয়াছে তাহা যদি নির্ধারণ করা না যায়, অথবা কোন রাষ্ট্রেই যদি তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য স্থায়ী বাড়ী না থাকে তবে তিনি যে রাষ্ট্রে সচরাচর বসবাস করিয়া থাকেন সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন;
- (গ) যদি উভয় রাষ্ট্রেই তিনি সচরাচর বসবাস করেন অথবা যদি তিনি উহাদের কোন-টিতেই বসবাস না করেন, তাহা হইলে, তিনি যে রাষ্ট্রের নাগরিক সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন;
- (ঘ) যদি তিনি উভয় রাষ্ট্রের নাগরিক হন অথবা উহাদের কোনটিরই নাগরিক না হন, তাহা হইলে, রাষ্ট্রদ্বয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন।

৩। ১ প্যারার বিধানসমূহের কারণে একক ব্যক্তি ছাড়া কোন কোম্পানী বা সংস্থা উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসী হইলে, উহা সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবে যে রাষ্ট্রে উহার কার্যকরী ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র অবস্থিত।

#### অনুচ্ছেদ ৫

#### স্থায়ী প্রতিষ্ঠান

১। এই চুক্তির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "স্থায়ী প্রতিষ্ঠান" বলিতে কারবারের সেইরূপ নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝাইবে যে স্থানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কারবার সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে পরিচালিত হয়।

২। "স্থায়ী প্রতিষ্ঠান" বলিতে বিশেষভাবে নিম্নলিখিতগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে:

- (ক) ব্যবস্থাপনার স্থান,  
 (খ) শাখা,  
 (গ) অফিস.

- (ঘ) কারখানা,  
 (ঙ) কর্ম-শিবির,  
 (চ) ব্যক্তি মালিকানাধীন যে গদ্যদাম অন্যদের মালামাল গদ্যদামজাত করার সুবিধার্থে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় এইরূপ গদ্যদাম ঘর; এবং  
 (ছ) খনি, তৈল অথবা গ্যাসকূপ, খাদ অথবা প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য অন্য কোন স্থান।

৩। নির্মাণক্ষেত্র, নির্মাণ-প্রকল্প অথবা যন্ত্রাদি সংযোজন-প্রকল্পের কাজ ১৮০ দিনের অধিককাল বিদ্যমান থাকিলে তাহা "স্থায়ী প্রতিষ্ঠান" বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। এই অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্বেও, নিম্ন-লিখিতগুলি "স্থায়ী প্রতিষ্ঠান"-এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে না:

- (ক) এন্টারপ্রাইজের মালিকানাধীন দ্রব্য বা পণ্যসামগ্রী কেবলমাত্র গদ্যদামজাতকরণ বা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সুবিধাদির সম্ভাব্য ব্যবহার,  
 (খ) কেবল গদ্যদামজাতকরণ বা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এন্টারপ্রাইজের মালিকানাধীন দ্রব্য বা পণ্যসামগ্রীর মওজুদ রক্ষণাবেক্ষণ,  
 (গ) এন্টারপ্রাইজের মালিকানাধীন মওজুদ দ্রব্য বা পণ্যসামগ্রী অন্য কোন এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক কেবলমাত্র প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ,  
 (ঘ) এন্টারপ্রাইজের জন্য কেবলমাত্র দ্রব্য বা পণ্যসামগ্রী ত্রয় করার উদ্দেশ্যে কিংবা তথ্য সংগ্রহের নির্মিত কারবারের নির্দিষ্ট স্থান রক্ষণাবেক্ষণ,  
 (ঙ) প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতিমূলক বা উহার সহায়ক প্রকৃতির অন্য কোনরূপ কার্যাবলী চালাইবার উদ্দেশ্যে কারবারের নির্দিষ্ট স্থান রক্ষণাবেক্ষণ;  
 (চ) ক হইতে গ উপ-প্যারায় উল্লেখিত কার্যাবলীর যে-কোনরূপ সম্মিলিত তৎপরতার জন্য কারবারের নির্দিষ্ট স্থান রক্ষণাবেক্ষণ: তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কারবারের নির্দিষ্ট স্থানের এইরূপ সম্মিলিত কাজের সামগ্রিক তৎপরতা প্রস্তুতিমূলক বা সহায়ক প্রকৃতির হইতে হইবে।

৫। এই অনুচ্ছেদের ৬ প্যারা ষাটার প্রতি প্রযোজ্য এইরূপ কোন স্বাধীন মর্যাদাবিশিষ্ট প্রতিনিধি ছাড়া, কোন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রে অপর রাষ্ট্রের কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে হইতে কার্য পরিচালনা করিলে তিনি প্রথমোক্ত রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইবেন, যদি:

- (ক) প্রথমোক্ত রাষ্ট্রে এন্টারপ্রাইজের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনের সাধারণ কর্তৃত্ব তাহার থাকে এবং সচরাচর তিনি তাহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে তাহার কার্যকলাপ প্রতিষ্ঠানের জন্য দ্রব্যসামগ্রী বা পণ্যসম্ভার ত্রয়ের মধ্যে সীমিত থাকিলে তিনি এরূপ গণ্য হইবেন না, অথবা

### অনুচ্ছেদ ৬

#### স্বাধীন সম্পত্তি হইতে আর

১। এক রাষ্ট্রের কোন অধিবাসী কর্তৃক অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত তাহার স্বাধীন সম্পত্তি (কৃষি অথবা বন-সম্পদ হইতে প্রাপ্ত আয়সহ) হইতে প্রাপ্ত আর উক্ত অপর রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।

২। যে রাষ্ট্রে আলোচ্য স্বাধীন সম্পত্তি অবস্থিত, সেই রাষ্ট্রের আইন অনুসারে "উক্ত স্বাধীন সম্পত্তির" সংস্থা নিরূপিত হইবে। বাহা হউক, স্বাধীন সম্পত্তির আনুষঙ্গিক সম্পত্তি, গবাদি পশু, কৃষি ও বনশিল্পে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি যৎপ্রতি ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত সাধারণ আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হয় এমন অধিকার, স্বাধীন সম্পত্তির উপস্থিত ভোগের অধিকার এবং খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উৎসে কাজ করার বা কাজ করার অধিকারের বিনিময়ে পরিবর্তনীয় নির্ধারিত প্রদত্ত অর্থ কিংবা স্থায়ী লেন-দেনের উপর অধিকারসমূহও "স্বাধীন সম্পত্তির" অন্তর্ভুক্ত হইবে; জাহাজ ও উড়োজাহাজ স্বাধীন সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

৩। স্বাধীন সম্পত্তির সরাসরি ব্যবহার, ভাড়া দেওয়া বা অন্য যে-কোন উপায়ে উহা ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত আয়ের উপর এই অনুচ্ছেদের ১ প্যারার বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

৪। কোন এন্টারপ্রাইজের স্বাধীন সম্পত্তির আয় এবং স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তিগত কর্মে ব্যবহৃত স্বাধীন সম্পত্তির আয়ের ক্ষেত্রেও এই অনুচ্ছেদের ১ ও ৩ প্যারার বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

### অনুচ্ছেদ ৭

#### কারবারের মুনাকাফা

১। এক রাষ্ট্রের কোন এন্টারপ্রাইজের মুনাকাফা কেবলমাত্র ঐ রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে— যদি উক্ত এন্টারপ্রাইজ অপর রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেখানে কারবার পরিচালনা না করে। যদি উক্ত এন্টারপ্রাইজ উপরোক্তভাবে কারবার পরিচালনা করে, তাহা হইলে, উক্ত এন্টারপ্রাইজের মুনাকাফার উপর অপর রাষ্ট্রে করারোপ করা যাইবে, তবে কেবলমাত্র উক্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপনীয় মুনাকাফাই করযোগ্য হইবে।

২। ৩ প্যারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, যেক্ষেত্রে এক রাষ্ট্রের কোন এন্টারপ্রাইজ অপর রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেখানে কারবার পরিচালনা করে সেক্ষেত্রে যদি উহা স্বতন্ত্র ও পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োজিত থাকিয়া একই বা অনুরূপ শর্ত মোতাবেক একই বা অনুরূপ কার্যকলাপ পরিচালনা করিত এবং যদি উহা যে এন্টারপ্রাইজের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান উহার সহিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কারবার করিত তাহা হইলে উহা যে মুনাকাফা অর্জন করিত বলিয়া আশা করা যাইত তদ্রূপ মুনাকাফা প্রত্যেক রাষ্ট্রেই উক্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত হইবে।

৩। কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মুনাকাফা নির্ধারণকালে, নির্বাহী ও সাধারণ প্রশাসনিক ব্যয়সহ স্থায়ী প্রতিষ্ঠানটি যে রাষ্ট্রে অবস্থিত সেই রাষ্ট্রে অথবা অন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের খরচকৃত ব্যয় কর্তৃকযোগ্য ব্যয় হিসাবে মঞ্জুর করা যাইবে।

৪। যতদূর সম্ভব এক রাষ্ট্রের প্রথা অনুযায়ী কোন এন্টারপ্রাইজের মোট মুনাকাফা উহার বিভিন্ন শাখার উপর আরোপের ভিত্তিতে কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপযোগ্য মুনাকাফা





(৬) একই ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এক রাষ্ট্রের কোন এন্টারপ্রাইজের ও অপর রাষ্ট্রের কোন এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ বা পদ্বিজিতে অংশগ্রহণ করেন,

সেক্ষেত্রে উভয় ব্যাপারে এন্টারপ্রাইজ দুইটির মধ্যে তাহাদের বার্ষিক বা আর্থিক বিষয় সম্পর্কে যদি এইরূপ শর্তাবলী প্রণীত বা আরোপিত হয় যাহাতে উক্ত দুইটি স্বতন্ত্র এন্টারপ্রাইজের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে উক্ত এন্টারপ্রাইজ দুইটির মধ্যে যে কোনটির যে পরিমাণ মূনাফা হইত উক্ত শর্তাবলী থাকার কারণে সেই পরিমাণ মূনাফা যদি না হয়, তবে এইরূপ শর্তাবলী না থাকিলে উহার যে পরিমাণ মূনাফা হইত, তাহা উক্ত এন্টারপ্রাইজের মূনাফার শামিল হইবে, এবং তদানুসারে কর আরোপ করা হইবে।

### অনুচ্ছেদ ১০

#### লভ্যাংশ

১। এক রাষ্ট্রের অধিবাসী কোন কোম্পানী কর্তৃক অপর রাষ্ট্রের অধিবাসীকে প্রদত্ত লভ্যাংশের উপর উক্ত অপর রাষ্ট্রে কর আরোপ করা যাইতে পারে।

২। তবে, লভ্যাংশ প্রদানকারী কোম্পানী যে রাষ্ট্রের অধিবাসী সেই রাষ্ট্রেরও এই ধরনের লভ্যাংশের উপর সেই রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী কর আরোপ করা যাইতে পারে, কিন্তু লভ্যাংশ গ্রহীতা যদি লভ্যাংশের সুবিধাভোগী মালিক হন, তাহা হইলে এইভাবে ধার্যকৃত কর—

(ক) লভ্যাংশের মোট পরিমাণের দশ শতাংশের বেশী হইবে না, যদি (অংশীদারিত্ব ব্যতীত) সুবিধাভোগী মালিক কোন কোম্পানী হইয়া থাকে এবং উক্ত লভ্যাংশ প্রদানকারী কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে পদ্বিজির ১০ শতাংশের মালিক হন;

(খ) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে লভ্যাংশের মোট পরিমাণের ১৫ শতাংশের অধিক হইবে না।

এই প্যারা কোম্পানীর যে মূনাফা হইতে লভ্যাংশ প্রদান করা হইতেছে তাহার উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করিবে না।

৩। লভ্যাংশ বলিতে এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত শেয়ার "জোশা" শেয়ার অথবা "জোশা" মাইনিং শেয়ার, ফাউন্ডার শেয়ার অথবা ঋণদাবী নয় এইরূপ অন্যান্য অধিকার, মূনাফার অংশ গ্রহণ এবং অন্যান্য সংবিধিবশ্ব অধিকার হইতে লক্ষ্য আর, এবং তাহা যে রাষ্ট্রের আইন বলে কোন অধিবাসী কোম্পানী কর্তৃক উহার শেয়ার বন্টন করা হয় তাহা হইতে লক্ষ্য আর যাহা একই কারোপের আওতাধীন তাহাও বৃদ্ধি হইবে।

৪। লভ্যাংশের সুবিধাভোগী মালিক যদি এক রাষ্ট্রের অধিবাসী হইয়া অপর রাষ্ট্রের উক্ত লভ্যাংশ প্রদানকারী কোম্পানী যে রাষ্ট্রের অধিবাসী সেই রাষ্ট্রের অবস্থিত কেন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত অপর রাষ্ট্রে কারবার পরিচালনা করেন অথবা উক্ত অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তিগত কর্ম সম্পাদন করেন, এবং যে হোল্ডিং-এর নিমিত্ত উক্ত লভ্যাংশ প্রদান করা হয় তাহা যদি কার্যকরভাবে সেখানে অবস্থিত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট স্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় তাহা হইলে এই অনুচ্ছেদের ১ ও ২ প্যারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৭ কিংবা ক্ষেত্রমত, অনুচ্ছেদ ১৪-এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৫। ফ্রান্সের অধিবাসী কোন কোম্পানী কর্তৃক বাংলাদেশের কোন অধিবাসীকে লভ্যাংশ প্রদান করা হইলে তিনি উক্ত লভ্যাংশ সংক্রান্ত পূর্ব-প্রদত্ত (প্রিকম্মতে) অর্থ ফেরৎ পাইবেন, যদি উক্ত অর্থ ঐ কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে। এ ধরনের প্রতাপিত অর্থ ২ প্যারার বিধানসমূহ অনুযায়ী ফ্রান্সে করযোগ্য হইবে।

এই চুক্তির বিধানসমূহের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত প্রতাপিত পূর্ব-প্রদত্ত (প্রিকম্মতে) সর্বমোট অর্থ লভ্যাংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। এক রাষ্ট্রের অধিবাসী কোন কোম্পানী অপর রাষ্ট্রে মনুফা অথবা আয় করিলে উক্ত অপর রাষ্ট্র ঐ কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত লভ্যাংশের উপর কেন কর আরোপ নাও করিতে পারেন, তবে উক্ত অপর রাষ্ট্রের অধিবাসীকে প্রদত্ত লভ্যাংশের ক্ষেত্রে কিংবা যে হোল্ডিংয়ের ব্যাপারে লভ্যাংশ প্রদত্ত হয় সেই হোল্ডিং উক্ত অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের সংগে কার্যকরভাবে সম্পর্কিত থাকার ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইবে। যদিও প্রদত্ত লভ্যাংশ বা অবস্টনকৃত মনুফা ঐরূপ অপর রাষ্ট্রে প্রাপ্ত মনুফা বা আয়ের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ হইলেও, কোম্পানীর অবস্টনকৃত মনুফার উপর অবস্টনকৃত মনুফা হিসাবে কর আরোপ করা নাও হইতে পারে।

৭। ৬ প্যারার বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে এক রাষ্ট্রের অধিবাসী কোম্পানী যদি অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারবার পরিচালনা করে তাহা হইলে উক্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মনুফা কর্পোরেশন কর দিয়া থাকিলেও উক্ত অপর রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী উহা কর দিতে বাধ্য থাকিবে, যাহার পরিমাণ ১৫ শতাংশের বেশী হইবে না।

### অনুচ্ছেদ ১১

#### সুদ

১। এক রাষ্ট্রে উদ্ভূত এবং অপর রাষ্ট্রের কোন অধিবাসীকে প্রদত্ত সুদের উপর উক্ত অপর রাষ্ট্রে কর ধার্য করা যাইতে পারে।

২। তবে, যে রাষ্ট্রে এইরূপ সুদ উদ্ভূত হয় সেই রাষ্ট্রেও রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী উক্ত সুদের উপর কর ধার্য করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রাপক যদি উক্ত সুদের সুবিধাভোগী মালিক হন তবে ঐরূপে ধার্যকৃত কর মোট সুদের শতকরা দশ ভাগের বেশী হইবে না।

৩। ১ ও ২ প্যারার বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও, এক রাষ্ট্র বা উহার কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্ত সুদ, অথবা বহির্বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করার দায়িত্ব নিয়োজিত উক্ত রাষ্ট্রের কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা নিশ্চয়তাদানকৃত ঋণ সম্পর্কিত সুদ উক্ত অপর রাষ্ট্রে কর মুক্ত হইবে।

৪। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত "সুদ" বলিতে বন্ধকের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত হউক বা না হউক এবং ঋণ-গ্রহীতার মনুফায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকুক বা না থাকুক, সব ধরনের ঋণদারী হইতে অর্জিত আয় এবং বিশেষভাবে, সরকারী জামানত, বণ্ড অথবা ডিবেণ্ডারের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রিমিয়াম ও 'প্রাইজ' সমেত ঐরূপ জামানত, বণ্ড অথবা ডিবেণ্ডার হইতে লব্ধ আয় বুঝাইবে। এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিলম্বে পরিশোধের নিমিত্ত জরিমানার অর্থ সুদ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৫। সূদের স্দবিধাভোগী মালিক এক রাষ্ট্রের অধিবাসী হইয়া যদি অপর রাষ্ট্রে, যেখানে সূদ উদ্ভূত হইয়াছে, সেখানে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারবার পরিচালনা করেন অথবা উক্ত অপর রাষ্ট্রে সেখানে অবস্থিত কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে স্বল্পতম ব্যক্তিগত কর্ম পরিচালনা করেন, এবং যে ঋণ-দাবীর জন্য সূদ প্রদত্ত হয় সেই ঋণ-দাবী উক্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট স্থানের সংগে কার্যকরভাবে সংশ্লিষ্ট হয় তবে ১, ২ ও ৩ প্যারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ৭ ও ৮ ধারার ১৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৬। যখন এক রাষ্ট্র স্বয়ং, উহার কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিশিষ্ট সংস্থা অথবা উক্ত রাষ্ট্রের কোন অধিবাসী সূদদাতা হন তখন উক্ত রাষ্ট্রেই সূদ উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। তবে, যে ব্যক্তি সূদ প্রদান করেন সেই ব্যক্তি কেন রাষ্ট্রের অধিবাসী হউন বা না হউন, সেই রাষ্ট্রে যদি তাহার কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান অথবা নির্দিষ্ট কোন স্থান থাকে এবং যে ঋণ বাবদ সূদ প্রদান করা হয় তাহা উক্ত প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট স্থানের জন্য হইয়া থাকে এবং উক্ত সূদ যদি ঐ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট স্থান কর্তৃক বহন করা হয়, তাহা হইলে এইরূপ সূদ যেই রাষ্ট্রে ঐ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত সেই রাষ্ট্রে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। সূদদাতা ও সূদের স্দবিধাভোগী মালিক অথবা তাহাদের উভয়ের এবং অপর কোন ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ সম্পর্কহেতু যে ঋণ-দাবী বাবদ সূদ প্রদত্ত হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐরূপ সম্পর্কের অবর্তমানে দাতা ও স্দবিধাভোগী মালিকের সম্মতিক্রমে যে সূদ স্থিরীকৃত হইতে পারিত উক্ত সূদ তাহা অপেক্ষা অধিক হইলে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ কেবল শেযুক্ত পরিমাণের বেলাতেই প্রযোজ্য হইবে। ঐরূপ ক্ষেত্রে, প্রদত্ত অর্থের অতিরিক্ত অংশ এই উক্তির অন্যান্য বিধানের প্রতি যথযথ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ নিজ আইন অনুযায়ী করযোগ্য হইবে।

## অনুচ্ছেদ ১২

### রয়্যালটি

১। এক রাষ্ট্রে অর্জিত রয়্যালটি অপর রাষ্ট্রের কোন নিবাসীকে প্রদত্ত হইলে তাহা উক্ত অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে।

২। তবে, যেই রাষ্ট্রে উক্ত রয়্যালটি উদ্ভূত হইয়াছে সেই রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী তাহা সেই রাষ্ট্রেও করযোগ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রাপক যদি রয়্যালটির স্দবিধাভোগী মালিক হন, তাহা হইলে এইরূপে ধার্যকৃত কর রয়্যালটির মেট পরিমাণের শতকরা ১০ ভাগের বেশী হইবে না।

৩। এই অনুচ্ছেদে "রয়্যালটি" বলিতে সাহিত্য, শিল্প বা বিজ্ঞান কর্ম (চলচ্চিত্র ফিল্ম এবং বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচারের জন্য ফিল্ম অথবা টেপসহ) সংক্রান্ত যে কোন গ্রন্থ-স্বত্ব ব্যবহার বা ব্যবহারের অধিকার, যে কোন পেটেন্ট, ট্রেড-মার্ক, ডিজাইন অথবা মডেল, পরিকল্পনা, গোপন কর্মসূচী বা পদ্ধতি, শিল্প, বাণিজ্য অথবা বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ব্যবহার বা ব্যবহারের অধিকার অথবা শিল্প, বাণিজ্য বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার বা ব্যবহারের অধিকারের বিনিময়ে প্রাপ্ত যে কোন প্রকার পণ বন্ডাইবে, কিন্তু খনি, খাদ অথবা প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের অন্যান্য স্থানের জন্য প্রদত্ত অর্থ "রয়্যালটি" এর অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৪। যদি রয়ালটি সুবিধাভোগী মালিক এক রাষ্ট্রের অধিবাসী হইয়া অপর যে রাষ্ট্রে রয়ালটির উদ্ভব হয় সেই রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত অপর রাষ্ট্রেই কারবার পরিচালনা করেন, অথবা উক্ত অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত কর্ম সম্পাদন করেন, এবং যে অধিকার বা সম্পত্তি বাবদ রয়ালটি প্রদান করা হয় তাহা যদি ঐ ধরনের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট স্থানের সহিত কৰ্ণকরভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় তাহা হইলে ১ ও ২ প্যারার বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ৭ ও ক্ষেত্রমত ১৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৫। কোন এক রাষ্ট্র স্বয়ং উহার কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিধিবদ্ধ সংস্থা বা উক্ত রাষ্ট্রের কোন অধিবাসী রয়ালটি প্রদানকারী হইলে উক্ত রাষ্ট্রেই রয়ালটির উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। তবে, রয়ালটি প্রদানকারী ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রের নিবাসী হউন বা না হউন, রয়ালটি উদ্ভূত রাষ্ট্রে যদি তাহার এমন কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান অথবা নির্দিষ্ট কোন স্থান থাকে যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অধিকার বা সম্পদের জন্য রয়ালটি প্রদান করা হয় এবং তাহা কার্যকররূপে সম্পর্কিত থাকে এবং উক্ত রয়ালটি ঐ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট স্থান বহন করে, তাহা হইলে এইরূপ রয়ালটি যে রাষ্ট্রে উক্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট স্থান অবস্থিত সেই রাষ্ট্রে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। যখন রয়ালটি প্রদানকারী ও রয়ালটির সুবিধাভোগী মালিক অথবা তাহাদের উভয়ের মধ্যে এবং অপর কোন ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক হেতু যে ব্যবহার, অধিকার অথবা উধ্য বাবদ রয়ালটি প্রদান করা হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, প্রদত্ত রয়ালটির পরিমাণ, উক্ত সম্পর্কের অবতর্মাণে রয়ালটি প্রদানকারী ও সুবিধাভোগী মালিকের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়, তখন এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ কেবল শোষণ পরিমাণের বেলাতেই প্রযোজ্য হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে, এই চুক্তির অন্যান্য বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ নিজ আইন মোতাবেক প্রদত্ত অর্থের অতিরিক্ত অর্থের উপর কর আরোপ করা হইবে।

### অনুচ্ছেদ ১৩

#### মূলধন-মুনাফা

১। ৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে কোন রাষ্ট্রের কোন অধিবাসী কর্তৃক কোন মুনাফা অর্জিত হইলে তাহা ঐ রাষ্ট্রে করযোগ্য হইতে পারে যে রাষ্ট্রে উক্ত স্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত।

২। কোন কোম্পানীর শেয়ার বা অধিকার হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে অর্জিত মুনাফা অথবা কোন আইনানুগ ব্যক্তি যাহার পরিসম্পৎ প্রধানতঃ স্থাবর সম্পত্তি লইয়া গঠিত তাহা অথবা যাহার স্থাবর সম্পত্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত, তাহা যে রাষ্ট্রে অবস্থিত সেই রাষ্ট্রে করযোগ্য হইতে পারে, যাহা উক্ত রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে অর্জিত মুনাফার ন্যায় একই প্রকারের মুনাফার কর বিধির শর্তাধীন। এই বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনুর্ূপ কোম্পানীর বা আইনানুগ ব্যক্তির শিল্প, বাণিজ্য অথবা কৃষিকার্য সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তি কিংবা উহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত কর্ম সম্পাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তিকে হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য হইবে না।

৩। কোন রাষ্ট্রের কোন এন্টারপ্রাইজের মালিকানাধীন অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের কারবারী সম্পত্তির অংশবিশেষ হিসাবে গণ্য এমন কোন অস্থাবর সম্পত্তি অথবা স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্রের কোন অধিবাসীর মালিকানাধীন অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন নির্দিষ্ট স্থানের আওতাভুক্ত কোন অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে প্রাপ্ত মুন্যফা, এইরূপ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান (এককভাবে বা সমগ্র এন্টারপ্রাইজ সমেত) অথবা এইরূপ নির্দিষ্ট স্থান হস্তান্তরের ফলে প্রাপ্ত মুন্যফাসহ, উক্ত অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইতে পারে।

৪। আন্তর্জাতিক পরিবহন পথে পরিচালিত জাহাজ বা বিমান অথবা এইরূপ জাহাজ বা বিমান পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে প্রাপ্ত মুন্যফা যে রাষ্ট্রে উক্ত এন্টারপ্রাইজের কার্যকর ব্যবস্থাপনার কর্মক্ষেত্রে অবস্থিত কেবল সেই রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।

৫। ১, ২, ৩ এবং ৪ প্যারাসমূহে উল্লেখিত সম্পত্তি ব্যতীত অন্য কোন সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে প্রাপ্ত মুন্যফা, হস্তান্তরকারী (alienator) যে রাষ্ট্রের অধিবাসী কেবল সেই রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।

#### অনুচ্ছেদ ১৪

##### স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত কর্ম

১। কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী কর্তৃক পেশাগত কর্ম অথবা অনুরূপ প্রকৃতির অন্যান্য স্বতন্ত্র কার্যাবলী বাবত অর্জিত আয় কেবল উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে, যদি না:

- (ক) তাহার কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অপর রাষ্ট্রে তাহার জন্য নিয়মিতভাবে কোন নির্দিষ্ট স্থান (base) থাকে; সে ক্ষেত্রে আয়ের যে অংশ উক্ত নির্দিষ্ট স্থানের সহিত সম্পর্কযুক্ত উক্ত অপর রাষ্ট্রে কেবল সেই অংশ করযোগ্য হইতে পারে; অথবা
- (খ) সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বৎসরে উক্ত অপর রাষ্ট্রে তাহার অবস্থান এক বা একাধিক মেয়াদে সর্বমোট ১২০ দিন কিংবা ততোধিক সময়কালের জন্য হয়।

২। বিশেষভাবে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষাগত বা শিক্ষকতার স্বতন্ত্র কার্যাবলী এবং চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, স্থপতি, দন্ত-চিকিৎসক ও হিসাবরক্ষকগণের স্বতন্ত্র কার্যাবলী “পেশাগত কর্মের” অন্তর্ভুক্ত।

#### অনুচ্ছেদ ১৫

##### নির্ভরশীল ব্যক্তিগত সার্ভিস

১। ১৬, ১৮, ১৯, ২০ এবং ২১ অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ সাপেক্ষে, কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী কর্তৃক চাকুরী বাবত প্রাপ্ত বেতন, মজুরী ও অনুরূপ অন্যান্য পারিশ্রমিক কেবল ঐ রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে, যদি না উক্ত কর্ম অপর রাষ্ট্রে সম্পাদিত হয়। যদি উক্ত কর্ম ঐরূপে অপর রাষ্ট্রে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে, উহা হইতে প্রাপ্ত পারিশ্রমিক উক্ত অপর রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।



৪। ২ প্যারার বিধানাবলী সত্ত্বেও, যে ক্ষেত্রে কোন চিত্তবিনোদনকারী বা ক্রীড়াবিদ কর্তৃক কোন রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত কলাকৌশল প্রদর্শন বাবদ লম্ব আয় তাহার নিজের কাছে জমা না হইয়া অন্য ব্যক্তির কাছে জমা হয়, সে ক্ষেত্রে উক্ত আয়, ৭, ১৪ এবং ১৫ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সত্ত্বেও, কেবল উক্ত অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে, যদি উক্ত অন্য ব্যক্তি উক্ত অপর রাষ্ট্রে, উহার স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের কোন একটি কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory Body) কর্তৃক পৰ্যাপ্ত পরিমাণ সরকারী অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, কিংবা যদি উক্ত অন্য ব্যক্তি উক্ত অপর রাষ্ট্রের কোন অ-মুনাফাকারী প্রতিষ্ঠান হয়।

#### অনুচ্ছেদ ১৮

##### অবসর ভাতা

১। ১৯ অনুচ্ছেদের ২ প্যারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন রাষ্ট্রের অধিবাসীকে তাহার অতীত চাকুরীর বিনিময়ে প্রদত্ত অবসর ভাতা ও অনুরূপ অন্যান্য পারিশ্রমিক কেবলমাত্র উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।

২। ১ প্যারার বিধানাবলী সত্ত্বেও, কোন রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা আইনামণীনে প্রদত্ত অবসর ভাতা ও অন্যান্য অর্থ (Payments) কেবল উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।

#### অনুচ্ছেদ ১৯

##### সরকারী চাকুরী

১। কোন রাষ্ট্র বা উহার কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কিংবা উহার কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory Body) যদি কোন ব্যক্তিকে, উক্ত রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষ কিংবা সংবিধিবদ্ধ সংস্থাকে তাহার কর্ম প্রদানের বিনিময়ে অবসরভাতা ছাড়া কোন পারিশ্রমিক প্রদান করেন, তবে উহা কেবল উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।

২। কোন রাষ্ট্র বা উহার কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কিংবা উহার কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যদি কোন ব্যক্তিকে, ঐ রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষ কিংবা সংবিধিবদ্ধ সংস্থাকে তাহার কর্ম প্রদানের নিমিত্ত অবসর ভাতা প্রদান করেন অথবা উহার গঠিত তহবিল হইতে ঐ ভাতা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে, ঐরূপ ভাতা কেবল উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।

৩। কোন রাষ্ট্র বা উহার কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কিংবা উহার কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কোন ব্যবসায়ের সংক্রান্ত কর্মপ্রদানের জন্য দেয় পারিশ্রমিক বা অবসরভাতার ক্ষেত্রে ১৫, ১৬ এবং ১৮ অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

#### অনুচ্ছেদ ২০

##### ছাত্র

১। কোন এক রাষ্ট্র ভ্রমণের অব্যবহিত পূর্বে কোন ছাত্র বা ব্যবসায়-শিক্ষানবিস যিনি অপর রাষ্ট্রের অধিবাসী হন বা ছিলেন, তিনি যদি কেবলমাত্র তাহার শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের

উদ্দেশ্যে প্রথমোক্ত রাষ্ট্রে অবস্থান করেন এবং তাঁহার ভরণ-পোষণ, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে অর্থপ্রাপ্ত হন তবে উক্ত অর্থ ঐ রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে না, যদি উক্ত অর্থ ঐ রাষ্ট্রের বাহিরের ট্রাসসমূহ হইতে পাওয়া হয়।

২। ১৪ এবং ১৫ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সত্ত্বেও কোন এক রাষ্ট্র ভ্রমণের অব্যবহিত পূর্বে কোন ছাত্র বা ব্যবসায়-শিক্ষানবিশ যিনি অপর রাষ্ট্রের অধিবাসী হন বা ছিলেন তিনি যদি প্রথমোক্ত রাষ্ট্রে কেবলমাত্র তাঁহার শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে অবস্থান করেন এবং উক্ত প্রথমোক্ত রাষ্ট্রে কর্ম প্রদানের বিনিময়ে তিনি যে পারিশ্রমিক লাভ করিবেন উহার উপর কর ধার্য করা হইবে না, যদি এইরূপ কর্ম তাঁহার শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের সহিত সম্পর্কযুক্ত হয় কিংবা এইরূপ কর্মের বিনিময়ে অর্জিত পারিশ্রমিক তাঁহার ভরণ-পোষণের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত সম্পদের পরিপূরক হিসাবে প্রয়োজন হয়।

#### অনুচ্ছেদ ২১

##### শিক্ষক এবং গবেষকবৃন্দ

১। কোন এক রাষ্ট্র ভ্রমণের অব্যবহিত পূর্বে কোন শিক্ষক বা গবেষক যিনি অপর রাষ্ট্রের অধিবাসী হন বা ছিলেন তিনি যদি কেবলমাত্র শিক্ষকতা কিংবা গবেষণায় নিয়োজিত থাকার উদ্দেশ্যে প্রথমোক্ত রাষ্ট্রে অবস্থান করেন এবং এইরূপ কার্যাবলীর বিনিময়ে তিনি যে পারিশ্রমিক লাভ করেন উহার উপর অনধিক দুই বৎসর পর্যন্ত উক্ত রাষ্ট্রে করারোপ করা হইবে না।

২। সরকারী স্বার্থে নয়, বরং মূলতঃ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে গৃহীত কোন গবেষণার জন্য প্রাপ্ত পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে ১ প্যারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

#### অনুচ্ছেদ ২২

##### অন্যান্য আয়

১। এক রাষ্ট্রের কোন অধিবাসীর আয়ের আইটেমসমূহ যাহা এই চুক্তির পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে উল্লেখিত হয় নাই তাহা যে রাষ্ট্রেই উদ্ভূত হউক বা কেন, কেবলমাত্র উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।

২। ১ প্যারার বিধান সত্ত্বেও, এক রাষ্ট্রের কোন অধিবাসীর আয়ের আইটেমসমূহ যাহা এই চুক্তির পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে উল্লেখিত হয় নাই তাহা অপর রাষ্ট্রে উদ্ভূত হইলে উক্ত অপর রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।



## অনুচ্ছেদ ২০

### শ্বেত করারোপ পরিহারকরণ পদ্ধতি

শ্বেত করারোপ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরিহার করা হইবে:

#### ১। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে:

বাংলাদেশের বাহিরে কোন ডু-থন্ডে প্রদেয় করকে বাংলাদেশ করখাতে জমা হিসাবে অনুমোদন সম্পর্কিত বাংলাদেশের আইনের বিধান সাপেক্ষে, ফ্রান্সের অভ্যন্তরস্থ উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত আয়, মনুফা বা উপার্জনের উপর ফ্রান্সের আইন অনুযায়ী এবং এই চুক্তি মোতাবেক প্রদেয় করকে, ফ্রান্সের কর যেই আয়ের সূত্রে হিসাব করা হইয়াছে সেই একই আয়ের সূত্র উল্লেখপূর্বক ঐ আয়, মনুফা বা উপার্জনের জন্য যে কোন বাংলাদেশ কর বাবদ জমা হিসাবে দেখানো যাইবে।

#### ২। ফ্রান্সের ক্ষেত্রে:

(ক) নিম্নে (খ) উপ-প্যারায় উল্লেখিত আয় ব্যতীত ২ অনুচ্ছেদের ৩ প্যারায় (ক) উপ-প্যারায় উল্লেখিত আয় ফ্রান্সের কর হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে, যদি ঐ আয় এই চুক্তির অধীনে বাংলাদেশে করযোগ্য হয়।

(খ) ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৬, ১৭ এবং ২২ অনুচ্ছেদসমূহের উল্লেখিত ও বাংলাদেশ হইতে প্রাপ্ত আয়সমূহের মোট পরিমাণের উপর, উক্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী মোতাবেক, ফ্রান্স করারোপ করা যাইবে। এইরূপ আয়ের উপর ধার্যকৃত বাংলাদেশ করের ক্ষেত্রে ফ্রান্সের অধিবাসীগণ ধার্যকৃত বাংলাদেশ করের সম-পরিমাণ অর্থাৎ ট্যাক্স ক্রেডিট (Tax credit) লাভ করিবে বাহা, এইরূপ আয়ের উপর ফ্রান্সে আরোপনীয় ফ্রান্সের করের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইবে না। ২ অনুচ্ছেদের ৩ প্যারায় (ক) উপ-প্যারায় উল্লেখিত করসমূহের উপরেই এই ক্রেডিট সেই ভিত্তিতে প্রদান করা হইবে যে ভিত্তিতে অনুরূপ আয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(গ) (খ) উপ-প্যারায় উদ্দেশ্যে এবং ১০, ১১ ও ১২ অনুচ্ছেদসমূহে বিধৃত আয়ের দফাসমূহের ক্ষেত্রে, ধার্যকৃত বাংলাদেশ করের পরিমাণ, আয়ে মোট পরিমাণের শতকরা ১০ ভাগ বর্ধিতভাবে, প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে উৎসস্থলে স্থগিত করের সমান বলিয়া গণ্য হইবে, তবে উহা কোন ক্রমেই আয়ের মোট পরিমাণের শতকরা ২০ ভাগের অধিক হইবে না।

(ঘ) (ক) ও (খ) উপ-প্যারায় বিধানাবলী সত্ত্বেও, ফ্রান্সের আইন অনুযায়ী ধার্যযোগ্য আয়ের মোট পরিমাণের উপর যথোপযুক্ত হারে (Rate) এই চুক্তিবলে ফ্রান্সে ধার্যযোগ্য আয়ের উপর ফ্রান্সের কর হিসাব করা হইবে।

## অনুচ্ছেদ ২৪

### বৈষম্য অপনয়ন

১। এক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ উক্ত অপর রাষ্ট্রে যেইসব অবস্থায় ও যেইসব শর্তে কোন কর ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আওতাধীন হইয়া থাকেন বা হইতে পারেন, সেইরূপ একই

অবস্থায় ও সেইরূপ একই শর্তে এক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ উক্ত অপর রাষ্ট্রে তাহা হইতে ভিন্নতর বা অধিকতর দূর্বহ কোন কর বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রয়োজনের আওতাধীন হইবেন না। ১ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সত্ত্বেও, যাঁহারা রাষ্ট্রসমূহের কোন একটি বা উভয়টির অধিবাসী নহেন তাহাদের ক্ষেত্রেও এই বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

২। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিগণ যাহারা এক রাষ্ট্রের অধিবাসী তাহারা, অপর রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সেই রাষ্ট্রে যেসব অবস্থায় ও যেসব শর্তে কোন কর ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনের আওতাধীন হইয়া থাকেন বা হইতে পারেন, সেইরূপ একই অবস্থায় ও একই শর্তে ঐ অপর রাষ্ট্রে তাহা হইতে ভিন্নতর বা অধিকতর দূর্বহ কোন কর বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রয়োজনের আওতাধীন হইবেন না।

৩। এক রাষ্ট্রের কোন এন্টারপ্রাইজের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত বিষয়ে উক্ত অপর রাষ্ট্রের এন্টারপ্রাইজের ন্যায় একই ধরনের কার্যাবলী পরিচালনা করিতে থাকিলে, সেই অপর রাষ্ট্রে সেই প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত কর উক্ত অপর রাষ্ট্রের এন্টারপ্রাইজের উপর আরোপিত কর অপেক্ষা কম অনুকূলভাবে আরোপিত হইবে না।

৪। এই অনুচ্ছেদের ১, ২ এবং ৩ প্যারার কোন কিছ—

(ক) কোন রাষ্ট্র তাহার অধিবাসীদেরকে যে ব্যক্তিগত মওকুফ, রেয়াত ও হ্রাস-মঞ্জুর করিয়া থাকে তাহা অপর রাষ্ট্রের অধিবাসীদেরকে মঞ্জুর করার জন্য ঐ রাষ্ট্রকে বাধা করিতেছে বলিয়া বৃদ্ধাইবে না;

(খ) অ-নিবাসী ব্যক্তিদের উপর করারোপ সম্পর্কে রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ কর আইন সমূহের কোন বিধানকে প্রভাবিত করিতেছে বলিয়া বৃদ্ধাইবে না।

৫। এই অনুচ্ছেদের ১ প্যারার কোন কিছ, “Code General des Impots”-এর ১৫০গ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী মোতাবেক শুল্কমাত্র ফরাসী নাগরিকধারী ব্যক্তিদেরকে, ফ্রান্সে বসবাসজনিত কারণে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি কিংবা স্থাবর সম্পত্তির অংশবিশেষ হস্তান্তরের বাবদ প্রাপ্ত মূলধন—মুনাফার ক্ষেত্রে অব্যাহতির সুবিধা মঞ্জুর করা হইতে ফ্রান্সকে বাধাদান করিতেছে বলিয়া বৃদ্ধাইবে না।

৬। ৯ অনুচ্ছেদ, ১১ অনুচ্ছেদের ৭ প্যারা কিংবা ১২ অনুচ্ছেদের ৬ প্যারার বিধান-সমূহ প্রযোজ্যের ক্ষেত্রে ব্যতীত, কোন রাষ্ট্রের কোন এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক অপর রাষ্ট্রের কোন অধিবাসীকে প্রদত্ত সুদ, রয়্যালটি এবং অন্যান্য (অর্থ) প্রদান, এইরূপ এন্টারপ্রাইজের করযোগ্য মুনাফাসমূহ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, প্রথমোক্ত রাষ্ট্রের কোন অধিবাসীকে ঐ সমস্ত (সুদ, রয়্যালটি, ইত্যাদি) প্রদত্ত হইলে যেসব শর্তাধীনে তাহা কর্তনযোগ্য হইত, সেই একই শর্তাধীনে কর্তন-যোগ্য হইবে।

৭। এই অনুচ্ছেদের ৬ প্যারার কোন কিছ—

(ক) কর্তনের শর্ত হিসাবে, সুদ, রয়্যালটি এবং অন্যান্য প্রদান (Disbursements) হইতে উৎসস্থলে কর কর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বাধাদান করিতেছে বলিয়া বৃদ্ধাইবে না;

(খ) কোন ফরাসী কোম্পানী কর্তৃক কোন বিদেশী প্যারেন্ট কোম্পানীকে প্রদত্ত সুদ-বিষয়ক “Code General des Impots”-এর ২১২ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফ্রান্সকে বাধাদান করিতেছে বলিয়া বৃদ্ধ হইবে না।

৮। কোন রাষ্ট্রের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের পঞ্জির সমগ্র অংশ বা অংশ বিশেষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপর রাষ্ট্রের এক বা একাধিক অধিবাসীর মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন হইলে, প্রথমোক্ত রাষ্ট্রের অনুরূপ অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যে কর অথবা তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনের আওতাধীন হইয়া থাকে বা হইতে পারে, সেই সকল প্রতিষ্ঠান প্রথমোক্ত রাষ্ট্রে তদপেক্ষা ভিন্নতর বা অধিকতর দাবী কোন কর বা প্রয়োজনের আওতাধীন হইবে না।

৯। ২ অনূচ্ছেদের বিধানাবলী সত্ত্বেও, এই অনূচ্ছেদের বিধানাবলী সর্বশ্রকার ও সর্বশ্রেণীর করের প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

### অনূচ্ছেদ ২৫

#### পারস্পরিক স্মৃতির পশ্চি

১। যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মনে করেন যে, একটি অথবা উভয় রাষ্ট্রের গৃহীত ব্যবস্থার ফলে এই চুক্তির বরখেলার তাহার উপর করারোপ করা হইয়াছে বা হইবে, সেক্ষেত্রে ঐ সকল রাষ্ট্রের নিজ নিজ আইন মোতাবেক প্রতিকারের বিধান নির্বিশেষে, যে রাষ্ট্রের তিনি অধিবাসী সেই রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা, যদি তাহার বিষয়টি ২৪ অনূচ্ছেদের ১ প্যারার আওতার পড়ে তাহা হইলে যে রাষ্ট্রের তিনি নাগরিক সেই রাষ্ট্রের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বিষয়টি পেশ করিতে পারেন। এই চুক্তির বিধানসমূহের বরখেলার প্রথম যে নোটিশের কার্যকরিতার ফলে করারোপ করা হইয়াছে তাহার তিন বৎসরের মধ্যে বিষয়টি অবশ্যই পেশ করিতে হইবে।

২। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি যদি ন্যায়সংগত বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং কর্তৃপক্ষ নিজে সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছিতে অপারগ হন, তাহা হইলে এই চুক্তির আওতা বাহ্যিক পশ্চিাতে আরোপিত কর পরিহারের উদ্দেশ্যে উক্ত কর্তৃপক্ষ অপর রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সহিত পারস্পরিক স্মৃতির মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা চালাইবেন। কোন মতকো উপনীত হইলে তাহা, রাষ্ট্রগুলির নিজ নিজ দেশীয় আইনে কোন সময়সীমা থাকা সত্ত্বেও, বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৩। এই চুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভূত প্রতিবন্ধকসমূহ দূরীকরণার্থে রাষ্ট্রগুলির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ পারস্পরিক স্মৃতির মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালাইবেন।

বিশেষভাবে, রাষ্ট্রগুলির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে মতকো পৌঁছার প্রয়াসে একত্রে পরামর্শ করিতে পারেন :

- (ক) কোন রাষ্ট্রে অবস্থিত অপর রাষ্ট্রের কোন এটারপ্রাইজের স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরোপনীর মনোমাসমূহ উভয় রাষ্ট্রে সমভাবে আরোপের ক্ষেত্রে;
- (খ) এক রাষ্ট্রের কোন অধিবাসী এবং ৯ অনূচ্ছেদে উল্লিখিত অপর রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে সহযোগী ব্যক্তি (associated person) মধ্যে আর সমভাবে বন্টনের ক্ষেত্রে।

এই চুক্তিটিতে বিধিবদ্ধ হয় নাই এইরূপ সকল ক্ষেত্রে শৈবত কর আরোপন পরিহার করার ব্যাপারেও তাহার একত্রে পরামর্শ করিতে পারেন।

৪। রাষ্ট্রসমূহের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ পূর্ববর্তী প্যারাগ্রাফের আলোকে একটা মতৈক্যে পৌঁছার উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহিত সরাসরি যোগাযোগ করিতে পারেন। মৌখিক মতামত বিনিময়ের ক্ষেত্রে মতৈক্যে পৌঁছা ব্যক্তিবৃত্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, রাষ্ট্রগণের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণের প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে গঠিত কমিশনের মাধ্যমে এইরূপ বিনিময় হইতে পারে।

৫। রাষ্ট্রসমূহের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে চুক্তির প্রয়োগের পন্থা, এবং বিশেষভাবে, চুক্তিতে ব্যবহৃত পদ্ধতি মোতাবেক অপর রাষ্ট্রে কর দেয়াত কিংবা কর অব্যাহতি লাভ করার জন্য কোন রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ যেসব শর্তের আওতাধীন হইবেন তাহা, নির্ধারণ করিবেন।

### অনুচ্ছেদ ২৬

#### তথ্য বিনিময়

১। রাষ্ট্রসমূহের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ এই চুক্তির বিধানাবলী পালনের জন্য অথবা চুক্তির আওতাভুক্ত করসমূহ সম্পর্কে রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ আইনের বিধানাবলী করারোপের ক্ষেত্রে যাহা চুক্তির বরখোলাফ হইবে না তাহা, পালনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বিনিময় করিবেন। তথ্য বিনিময় অনুচ্ছেদ ১ স্মারা বাধাগ্রস্ত হইবে না। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য উক্ত রাষ্ট্রের নিজ নিজ আইনধীনে প্রাপ্ত তথ্যের মত সমভাবে গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং চুক্তির আওতাভুক্ত করসমূহের ক্ষেত্রে করারোপন বা কর আদায়করণ, ভবিষ্যৎ বলাবৎকরণ বা অভিবৃত্ত করণ কিংবা তৎসংশ্লিষ্ট আপীল নিষ্পত্তিকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা কর্তৃপক্ষের (আদালত এবং প্রশাসনিক বডিগণ) সংস্থাসমূহ নিকটেই কেবলমাত্র তাহা প্রকাশ করা যাইবে। এইরূপ ব্যক্তিবর্গ বা কর্তৃপক্ষ এতদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র এই তথ্যকে ব্যবহার করিবেন। তাহারা প্রকাশ্য আদালতের কার্যক্রম কিংবা বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই এই তথ্য প্রকাশ করিতে পারিবেন।

২। কোন অবস্থায়ই ১ প্যারার বিধানাবলী এক রাষ্ট্রের উপর নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতেছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না :

- (ক) ঐ রাষ্ট্র বা অপর রাষ্ট্রের আইনসমূহ এবং প্রশাসনিক রীতির পরিপন্থী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (খ) ঐ রাষ্ট্র বা অপর রাষ্ট্রের আইনসমূহের অধীনে অথবা স্বাভাবিক প্রশাসনিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া যায় না এমন তথ্য সরবরাহ করা;
- (গ) কোন ব্যবসায়, কারবার, শিল্প, বাণিজ্য বা পেশাগত গোপনীয়তা অথবা ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ফাঁস হইতে পারে এমন তথ্য, অথবা যে তথ্য প্রকাশ করা সরকারী নীতির পরিপন্থী (ordre public) তাহা, সরবরাহ করা।

### অনুচ্ছেদ ২৭

#### কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বাণিজ্য-দূতাবাসের অফিসারবৃন্দ

১। এই চুক্তির কোন কিছু, আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ নিয়ম-কানুন অথবা বিশেষ চুক্তির বিধানসমূহের আওতার কূটনৈতিক মিশনসমূহের সদস্যবৃন্দ ও তাহাদের ব্যক্তিগত ভ্রাতা.

বাণিজ্য-দূতের মিশনের সদস্যবৃন্দ, কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে স্থায়ী মিশনের সদস্যবৃন্দকে প্রদত্ত আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ব্যাহত করবে না।

২। ৪ অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ সত্ত্বেও, কোন ব্যক্তি, কূটনৈতিক মিশন, বাণিজ্য-দূতের কর্মস্থল (consular post) কিংবা অপূর্ণ রাষ্ট্রে বা কোন তৃতীয় রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন রাষ্ট্রের স্থায়ী মিশনের সদস্য হইয়া থাকিলে, এই চুক্তির উদ্দেশ্য সাধনার্থে প্রেরণকারী রাষ্ট্রের (sending state) অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি—

- (ক) তিনি, আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক গ্রহণকারী রাষ্ট্রে (receiving state) ঐ রাষ্ট্রে বহির্ভূত উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়ের জন্য করযোগ্য না হন, এবং
- (খ) তিনি তাহার মোট বিশ্বব্যাপী আয়ের উপর করের ক্ষেত্রে প্রেরণকারী রাষ্ট্রে ঐ রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের অনুরূপ বাধ্যবাধকতার আওতাভুক্ত হন।

৩। এই চুক্তি, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, উহাদের অঙ্গ সংগঠনসমূহ কিংবা উহাদের অফিসারবৃন্দ এবং কোন তৃতীয় রাষ্ট্রের কূটনৈতিক মিশন, বাণিজ্য-দূতের কর্মস্থল কিংবা স্থায়ী মিশনের সদস্যগণ, বাঁহারা কোন রাষ্ট্রে অবস্থান করিতেছেন এবং আয়ের উপর করের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রেই অধিবাসী হিসাবে গণ্য হইতেছেন না, তাঁহাদের বেলায় প্রযোজ্য হইবে না।

#### অনুচ্ছেদ ২৮

##### রাষ্ট্রগত সম্প্রসারণ

১। এই চুক্তি প্রযোজ্য হইবে:

- (ক) আঞ্চলিক সমুদ্র-সীমাসম্মত প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের ইউরোপীয় ও বৈদেশিক বিভাগসমূহ এবং উক্ত বিভাগসমূহের আঞ্চলিক সমুদ্র-সীমা ও সমুদ্র-সীমার বাহিরে অবস্থিত যেসব এলাকার সমুদ্র, সমুদ্র-তল ও অন্তর্ভূমি ও উহাদের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের উপর ফ্রান্স আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তাহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারে সেইসব এলাকাতো;

- (খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে।

২। এই চুক্তি মোতাবেক যেসব ক্ষেত্রে কর আরোপিত হয়, করাসী প্রজাতন্ত্রের বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যাহারা ঐসব ক্ষেত্রে ঠিক অনুরূপ ধরণের কর আরোপ করিয়া থাকে, এই চুক্তি, সামগ্রিকভাবে কিংবা কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহকারে সেই সমস্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করা যাইতে পারে। এইরূপ কোন সম্প্রসারণ, কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে কিংবা কোন সাংবিধানিক রীতি অনুসারে অন্য কোন পন্থাভিত্তিক নোট মারফত রাষ্ট্রসমূহের পর-পর মধ্য নির্ধারিত ও সম্মত তারিখ এবং বাতিলকরণের শর্তসহ, সংশোধনীসমূহ ও শর্তসমূহ সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

৩। উভয় রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে, ৩০ অনুচ্ছেদ অনুসারে তাহাদের যে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক এই চুক্তির অবসান ঘটিলে, উক্ত অনুচ্ছেদে বিধৃত

পশ্চাতি মোতাবেক, অগ্র অনুচ্ছেদের আওতায় কোন রাষ্ট্রে এই চুক্তি সম্প্রসারণের বিষয়টি প্রযোজ্য হইলে উহারও অবসান ঘটবে।

### অনুচ্ছেদ ২৯

#### বলবৎ হওয়া

১। এই চুক্তি বলবৎকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় পশ্চাতি সম্পন্ন হইবার বিষয় প্রত্যেক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে অবহিত করিবে। অবহিতকরণ বিষয়ক পত্র প্রাপ্ত-দিবসের পরবর্তী দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিবস হইতে এই চুক্তি বলবৎ হইবে।

২। ইহার বিধানসমূহ প্রথমবারের মত—

- (ক) উৎস-স্থলে স্থগিত করসমূহের বেলায়, এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার তারিখ বা উহার পর হইতে প্রদেয় অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;
- (খ) আয়ের উপর অন্যান্য করের বেলায় :
- যে রাজস্ব বৎসরের মধ্যে চুক্তিটি বলবৎ হইবে সেই সময়কালের উদ্ভূত আয়ের ক্ষেত্রে, কিংবা চলতি বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত হিসাব কালের (accounting period) ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে,
  - যে পঞ্জীতে বৎসরের মধ্যে চুক্তিটি বলবৎ হইবে সেই সময়কালে উদ্ভূত আয়ের ক্ষেত্রে, কিংবা এই বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত হিসাব কালের (accounting period) ক্ষেত্রে, ফ্রান্সে প্রযোজ্য হইবে।

### অনুচ্ছেদ ৩০

#### অবসান

এই চুক্তি (সম্পাদনকারী) কোন রাষ্ট্র কর্তৃক অবসান না ঘটানো পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে। ১৯৮৯ সালের পর যে-কোন পঞ্জী বৎসর শেষ হওয়ার অন্তর্ন ৬ মাস পূর্বে (চুক্তি সম্পাদনকারী) যে-কোন রাষ্ট্র চুক্তির অবসানের জন্য কূটনৈতিক পন্থায় নোটিশ প্রদান করিয়া এই চুক্তির অবসান ঘটাইতে পারিবেন। অনুরূপ অবস্থায়—

(ক) বাংলাদেশে—

- (১) উৎস স্থলে স্থগিত করসমূহের বেলায়, যে পঞ্জী বৎসরে অনুরূপ অবসানের নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে সেই বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের পরে প্রদেয় অর্থের ক্ষেত্রে;
- (২) আয়ের উপর অন্যান্য করের বেলায়, যে পঞ্জী বৎসরে অবসানের নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে সেই পঞ্জী বৎসরের পরবর্তী বৎসরের মধ্যে আরম্ভ পর্যন্ত বৎসরের মধ্যে উদ্ভূত আয় অথবা এই বৎসরের মধ্যে সমাপ্য হিসাবকাল সম্পর্কিত আয়ের ক্ষেত্রে;

(খ) ক্রমশঃ—


- (১) উৎস স্থলে স্থগিত করসমূহের বেলায়, যে পঞ্জী বৎসরে অনুরূপ অবসানের নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে সেই বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের পরে প্রদের অর্থের ক্ষেত্রে;
- (২) আরের উপর অন্যান্য করের বেলায়, যে পঞ্জী বৎসরে অবসানের নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে সেই পঞ্জী বৎসরের পরবর্তী পঞ্জী বৎসরে উদ্ভূত আর, অথবা এই বৎসরের মধ্যে সমাপ্য হিসাবকাল সম্পর্কিত আরের ক্ষেত্রে;

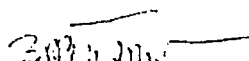
এই চুক্তি কার্যকর থাকিবে না।

ইহার দাক্ষী স্বরূপ, এতদসম্পর্কে যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন :

অদা. ২২ ১৯৫৬  
২৪ মে ১৯৫৬ ১২ ৫ ৭, তারিখে.....  
..... (স্থানের নাম)

ফরাসী, বাংলা এবং ইংরাজী ভাষায় দুইপ্রস্থে সম্পাদিত হইল। তিনটি পাঠই সমভাবে নির্ভরযোগ্য।

  
প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স  
সরকারের পক্ষে

  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
সরকারের পক্ষে

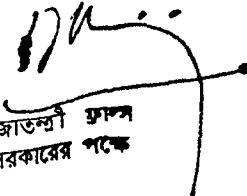
### প্রটোকল


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ফরাসী সরকারের মধ্যে ঠৈবত কর আরোপণ পরিহার এবং আয়করের ক্ষেত্রে রাজস্ব এড়ানো প্রতিরোধ সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরের সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ সম্মত হইয়াছেন যে, নিম্নলিখিত বিধানসমূহ চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য হইবে:

- (১) ১২ অনুচ্ছেদের ৩ প্যারার ক্ষেত্রে অধারন কিংবা কোন বৈজ্ঞানিক, ভূতাত্ত্বিক বা কারিগরি ধরনের জরিপসহ কারিগরি সার্ভিস, কিংবা নীল নক্সাসহ প্রকৌশল বিষয়ক চুক্তি, কিংবা উপদেষ্টা পর্ষদের বা তত্ত্বাবধানমূলক সার্ভিসের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ (Payments), শিল্প সংক্রান্ত, বাণিজ্যিক কিংবা বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত তথ্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত হিসাবে গণ্য হইবে না।
- (২) ৩০ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে, চুক্তির আওতার ঠৈবত করআরোপণ পরিহার, পারস্পরিক সম্মতির পর্ষতি এবং তথ্য বিনিময় সম্পর্কিত বিধানসমূহ, বর্তমান চুক্তির আওতার ৩০ অনুচ্ছেদের ২(ক) ও (খ) প্যারা অনুসারে আর নিরূপণের ক্ষেত্রে, ৩১শে ডিসেম্বরে পঞ্জী বৎসর সমাপ্তির কারণে অবসানের নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও ঐ তারিখের পর, বলবৎ হইতে থাকিবে।

অদা..... ২ই মার্চ....., ১৯৮৭....., তারিখে..... ঢাকা.....  
২৪শে জানুয়ারি, ১৯৮৩..... (স্থানের নাম)

ফরাসী, বাংলা এবং ইংরেজী ভাষার দুইপ্রস্থে সম্পাদিত হইল। তিনটি পাঠই সমভাবে নির্ভরযোগ্য।

  
প্রজাতন্ত্রী ফরাসী  
সরকারের পক্ষে

  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
সরকারের পক্ষে